



21979 - যবে সকল দিনে নফল রোযা রাখা শরয়িসম্মত

প্রশ্ন

কোন দিনগুলোতে নফল রোযা রাখা শরয়িতসম্মত? অর্থাৎ একজন মানুষ মাসরে কয়দিন রোযা রাখবে? মুসলমি ব্যক্তি নরিদষ্টি করে সপ্তাহরে কোন দিন রোযা রাখবে? এছাড়াও আমি ইফতার ও সহেরীর সঠিক সময় জানতে চাই।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

মুস্তাহাব রোযার মাঝে কিছু আছে সাপ্তাহিক; যমেন: সোমবার ও বৃহস্পতিবারে। আর কিছু আছে মাসিক; যমেন: প্রতি মাসরে তিন দিন রোযা রাখা। আর কিছু আছে বাৎসরিক; যা নরিদষ্টি দিনে হতে পরে, আবার নরিদষ্টি সময় জুড়ে হতে পারে। নরিদষ্টি দিনরে উদাহরণ: আশুরার রোযা ও আরাফার রোযা। আর নরিদষ্টি সময় জুড়ে রোযার উদাহরণ: শাওয়াল মাসরে ছয় রোযা, মহররম ও শাবান মাসরে যবে কয়দিন সম্ভব রোযা রাখা। যাই হোক, মুসলমি বছরে নযিদিধ দিনগুলো ছাড়া যবে কোনও দিনে রোযা রাখতে পারে। নযিদিধ দিনগুলো হলো: ঈদরে দুই দিন, তশরীকরে দিনগুলো; তবে যবে ব্যক্তি হজ্জরে কুরবানীর পশু (হাদী) সংগ্রহ করতে পারেনি সে এই দিনগুলোতে রোযা রাখতে পারে। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোযা হলো: একদিন রোযা রাখা ও একদিন রোযা না-রাখা, যদি ব্যক্তি এটি করতে সক্ষম হয় এবং এটি করতে গিয়ে এর চেয়ে অগ্রাধিকারপূর্ণ কোনও আমল পালনে দুর্বল হয়ে না পড়ে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নফল রোযার বধিান আরোপে নহিতি প্রজ্ঞা

আল্লাহ তাআলার অন্যতম প্রজ্ঞা হলো তিনি বান্দাদরে উপর কিছু ইবাদত ফরয করছেন। সেই ইবাদত পালন করার পর একই ধরনরেই কিছু নফল ইবাদত তাদরে জন্য বধিবিধ করছেন, যবে ইবাদতগুলোর জন্য বপুল পরমাণ নকৌ রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মহান রবরে পক্ষ থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “

আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করছে তা দ্বারাই সে আমার অধিক নকৈট্য লাভ করে। আমার বান্দা নফল ইবাদতরে মাধ্যমেও আমার নকৈট্য হাছল করতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালবাসি। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার করণ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনবে। আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখবে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরবে। আমি তার পা



হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করে আমি তাকে তা দই। সে যদি আমার নকিট আশ্রয় চায়, তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দই।” [হাদীসটি বুখারী (৬৫০২) বর্ণনা করেন]

নফল রোযার প্রকারভেদে

নফল রোযা মৌলিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত:

সাধারণ নফল রোযা

প্রথমটি হলো: **সাধারণ নফল রোযা** (যা কোনো নির্দিষ্ট সময় অথবা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়)। একজন মুসলমি বছরে যে কোন দিন নফল রোযা রাখতে পারেন। তবে যে দিনগুলোর বিষয়ে নষিধোজ্জা রয়েছে সেগুলো ছাড়া। যমেন: দুই ঈদরে দুই দিন। কারণ এই দুই দিনে রোযা রাখা হারাম। **তাশরীকরে দিনগুলো** (কুরবানীর ঈদরে পরের তিন দিন)। **এই দিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম**। তবে হজ্জযাত্রী ব্যক্তির সঙ্গে যদি জিবাই করার জন্য হাদী না থাকে, তাহলে সে রোযা রাখতে পারে। এছাড়া বশিষেভাবে কেবল জুমার দিন রোযা রাখার বিষয়ে নষিধোজ্জা আছে। সর্বোত্তম সাধারণ নফল রোযা হলো কটে যদি সক্ষম হয় তাহলে একদিন রোযা রাখবে, অন্য দিন রোযা ছাড়বে। হাদীসে এসেছে: “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামায হলো দাউদ আলাইহিস সালামের নামায। আর সবচেয়ে প্রিয় রোযা হলো দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন, রাতরে এক-তৃতীয়াংশ কয়াম করতেন, আবার এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। একদিন তিনি রোযা রাখতেন, আর অন্যদিনে রোযা ছাড়তেন।” [বুখারী (১১৩১) ও মুসলমি (১১৫৯) বর্ণনা করেন] উত্তমতার শর্ত হলো এই রোযা যেন তাকে এর চয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুর বিষয়ে দুর্বল করে না দেয়। হাদীসটির অন্য বর্ণনায় আছে: “তিনি একদিন রোযা রাখতেন, আর অন্যদিনে রোযা ছাড়তেন। কিন্তু, যখন শত্রুর সম্মুখীন হতেন তখন (রণভূমি থেকে) পলায়ন করতেন না।” [হাদীসটি বুখারী (১৯৭৭) ও মুসলমি (১১৫৯) বর্ণনা করেন]

বশিষে নফল রোযা

সাধারণতঃ সাধারণ নফল রোযার চয়ে বশিষে নফল রোযা উত্তম।

বশিষে নফল রোযাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়:

এক: কোন ব্যক্তির অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। যমেন: যে যুবক বিবাহ করতে পারে না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু যুবক ছলাম। আমাদের কোনো কিছু ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন: “হে যুবকরা! তোমাদের মধ্যে যারা বযি়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বযি়ে করে। কেননা বযি়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হফায়ত করে। আর যার

বয়ি করার সামর্থ্য নই, সবে যেনে রোযা রাখো। কনেনা, রোযা তার যতনতাকে দমন করবো।”[হাদীসটি বুখারী (৫০৬৬) ও মুসলিম (১৪০০) বর্ণনা করেন] কোন যুবক যদি অববাহিত হয় তাহলে তার ক্ষতেরে রোযা রাখার বধিান তাগদিপূর্ণ। যুবককে যতনতার প্রতি উদ্দীপ্ত করে তোলে এমন উপাদান যত বৃদ্ধি পাবে তার জন্য রোযা রাখার বধিান ততবশে তাগদিপূর্ণ হবে। এক্ষতেরে কোনে নরিদষ্টি দনি নরিধারণ করা ব্যতরিকে।

দুই: নরিদষ্টি সময়েরে সাথে সম্পূক্ত। এ ধরণেরে রোযার নানা প্রকার রয়েছে। কিছু আছে সাপ্তাহিক, কিছু আছে মাসিক, আর কিছু আছে বাৎসরিক।

সাপ্তাহিক রোযা হচ্ছে: সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা। আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ব্যাপারে খুবই সচতেন ছিলেন।[হাদীসটি নাসাঈ (২৩২০) ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে আস-সগীর (৪৮৯৭) গ্রন্থে এ হাদিসকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন।] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “এই দুই দনি আমলগুলো জগতসমূহেরে রব আল্লাহর কাছে পশে করা হয়। তাই আমি চাই আমার আমল যেন এমন অবস্থায় পশে করা হয় যে আমি রোযাদার।”[হাদীসটি নাসাঈ (২৩৫৮), ইবনে মাজাহ (১৭৪০) ও আহমদ (৮১৬১) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে (১৫৮৩) গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন।] সোমবার রোযার ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “এই দনি আমার জন্ম হয়, আর এই দনি আমার উপর (কুরআন) অবতীর্ণ হয়।”[হাদীসটি মুসলিম (১১৬২) বর্ণনা করেন]

মাসিক রোযা হচ্ছে: প্রত্যকে মাসে তনি দনি রোযা রাখা। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, তিনি বলেন: “আমার প্রিয়তম আমাকে তনিটি উপদেশে দিয়েছেন, আমি আমৃত্যু সগেলো ছাড়ব না। এক: প্রত্যকে মাসে তনি দনি রোযা রাখা। দুই: চাশতেরে নামায পড়া, তনি: বতিরিরে নামায পড়ে ঘুমানো।”[হাদীসটি বুখারী (১১৭৮) ও মুসলিম (৭২১) বর্ণনা করেন] হজিরী মাসেরে মাঝামাঝি সময় তথা আইয়্যামে বীযে এই তনিটি রোযা রাখা মুস্তাহাব। আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন: “তুমি যদি মাসেরে কিছু দনি রোযা রাখতে চাও তাহলে তেরো, চৌদ্দ ও পনেরে তারখি রোযা রাখো।”[হাদীসটি নাসাঈ (২৪২৪), ইবনে মাজাহ (১৭০৭) ও আহমদ (২১০) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে আস-সগীর (৬৭৩) গ্রন্থে এ হাদিসকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

আর বাৎসরিক রোযার মধ্যে কিছু হচ্ছে নরিদষ্টি কোনেদনি রোযা রাখা। আর কিছু হচ্ছে কিছুদনি জুড়ে রোযা রাখা সুন্নত।

নরিদষ্টি দনিগুলোর মাঝে রয়েছে:

১. **আশুরার দনি**। এটি হচ্ছে মহররম মাসেরে দশ তারখি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে আশুরার রোযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দনি ছাড়া অন্য কোনে দনিকে

শ্রেষ্টত্ব দিয়ে এবং এ মাস তথা রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসকে শ্রেষ্টত্ব দিয়ে রোযা রেখেছেন বলে আমার জানা নাই।”[হাদীসটি বুখারী (২০০৬) ও মুসলিম (১১৩২) বর্ণনা করেন] ইহুদদের বরোধতি করার নমিত্তে আশুরার দিনের সাথে এর আগরে অথবা পরের দিন রোযা রাখা সুন্নত।

২. **আরাফার দিন।** এটি হচ্ছে যলিহজ্জ মাসের নয় তারিখ। যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করে না তার জন্য বিশেষভাবে এই রোযাটি রাখা মুস্তাহাব। পূর্বের উল্লিখিত তিন প্রকার রোযার মর্যাদা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “রমযান মাসের রোযা এবং প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। আরাফার দিনের রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যে, এর দ্বারা তিনি পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর আশুরার রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যে, তিনি (এর বনিমিয়ে) পূর্বের এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করবেন।”[হাদীসটি মুসলিম (১১৬২) বর্ণনা করেন]

আর যে বিশেষ দিনগুলো জুড়ে রোযা রাখা সুন্নত সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

শাওয়াল মাস: এর ছয় দিন রোযা রাখা সুন্নত। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল এবং এরপর শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোযা রাখল সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।”[হাদীসটি মুসলিম (১১৬৪) বর্ণনা করেন।] (7859) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

মুহররম মাস: এ মাসের যতদিন সম্ভবপর হয় রোযা রাখা সুন্নত। কারণ হাদীসে আছে: “রমযানের পরে সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পরে সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের নামায।”[হাদীসটি মুসলিম (১১৬৩) বর্ণনা করেন]

শা’বান মাস : আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি রোযা রাখতেন যে আমরা বলতাম: “তিনি আর রোযা রাখা ছাড়বেন না। আর এত বেশি রোযা ছাড়তেন যে আমরা বলতাম: তিনি আর রোযা রাখবেন না। আমি রমযান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে তাকে পুরো মাস রোযা রাখতে দেখিনি। আর শা’বান মাসের মতো এত বেশি রোযা অন্য কোনো মাসে রাখতে দেখিনি। তিনি পুরো শা’বান মাস রোযা রাখতেন। তিনি শা’বান মাসের অল্প কিছু দিন বাদে পুরো মাস রোযা রাখতেন।”[হাদীসটি বুখারী (১৯৬৯) ও মুসলিম (১১৫৬) বর্ণনা করেন]

নকী প্রত্যাশী প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আল্লাহর জন্য নফল রোযা রাখার মর্যাদা জানা। হাদীসে এসেছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি একদিন মহান আল্লাহর রাস্তায় রোযা রাখবে আল্লাহ তার চহরাককে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে দেন।”[হাদীসটি নাসাঈ (২২৪৭) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহু সুনানি নাসাঈ গ্রন্থে (২১২১) এ হাদিসকে সহীহ বলে গণ্য করেন]



আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে জাহান্নাম ও এর আগুন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া ব্যক্তিদের ও জান্নাতবাসী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

সহেরী ও ইফতারের সঠিক সময়

সহেরী ও ইফতারের সঠিক সময়:

যমেনটিরোয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়: ফজরের শুরু থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় এবং রোযা ভঙ্গকারী সকল কিছু থেকে বরিত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“আর (রাতের) কালো রঙ থেকে প্রভাতের সাদা রঙে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো। তারপর (পরবর্তী) রাত আসা পর্যন্ত (পানাহার বন্ধ রেখে) রোযা পূর্ণ করো।”[সূরা বাকার: (১৮৭)]

রোযাদার ব্যক্তি ফজর হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী সকল কিছু গ্রহণ করা থেকে বরিত থাকবে। ইফতারের সময়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যখন এদিক থেকে রাত আসে, ঐ দিক থেকে দিনি চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায় তখন রোযাদার ইফতার করবে।”[হাদীসটি বুখারী (১৮১৮) ও মুসলিম (১৮৪১) বর্ণনা করেন]

আর সহেরীর সময়ের ব্যাপারে অধিকাংশ ফকহিরে মত হলো: এর সময় হলো রাতের শেষার্ধ্বে থেকে সুবহে সাদকি হওয়া পর্যন্ত। অধিকাংশ আলমের মতে পূর্বোক্ত আয়াতের কারণে সুবহে সাদকি তথা ফজর হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে বলিম্বে সহেরী করা সুন্নত। এছাড়াও যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমরা দ্রুত ইফতার করো, আর দরীতে সহেরী করো।”[হাদীসটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেন আর শাইখ আলবানী সহীহুল জামে’ গ্রন্থে (৩৯৮৯) বর্ণনা করেন] আর যহেতে সহেরীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রোযা রাখার শক্তি অর্জন করা, আর যা ফজরের কাছাকাছি সময়ে খাওয়া হয় তা রোযা রাখতে বেশি সহায়তা করে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তার শরীয়তের অনুসারী এবং সৎ অনুযায়ী আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।